GE2T: Governance: Issues and Challenges

2nd Semester (GE)

Kamal Sarkar —

Unit-I - Governance: Concept:

Ques > Governance সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর?

⇒ জনপ্রশাসনের সাম্প্রতিক সময়ের একটি নিত্য বিষয়-বিশেষ যুক্ত শব্দ-হলো Governance-এর ধারণা। জনপ্রশাসন মূলত সরকারের কার্যাবলীর দিকটি আলোচনা করে। এই কারণে সরকারি সংগঠনের বিন্যাস, উন্নয়ন, আমলাতন্ত্র, সরকারি নীতি— জনপ্রশাসনের আলোচনার বিষয়। সরকার কেন্দ্রিক আলোচনার থেকে Governance এর আলোচনা যে সময়, বিষয়ভিত্তিক কতটা পরিবর্তন এনেছে তা বোঝা দরকার।

Governance শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'প্রশাসনের কাজ' বা the act of governing হলেও Governance এবং Government সমার্থক শব্দ নয়। সরকার (এরপর study material দেখ।

↓

Next Page

* জনপ্রশাসন

↓

কার্যাবলী বস্তু

বলতে প্রাতিষ্ঠানিক বৈধ ক্ষমতা বা কর্তৃত্বকে বোঝায়। অপরদিকে governance বলতে সমবেত লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে কাজ করাকে বোঝায়। এক্ষেত্রে সরকারই একমাত্র বৈধ প্রতিষ্ঠান তা মনে করা হয় না। Governance-এর ধারণায় সরকার ছাড়াও সুশীল-সমাজ (civil society) ও বাজারের (market) ভূমিকা থাকে। বহুনায়কের (plurality of actors) অস্তিত্বকে Governance স্বীকৃতি জানায়।

নাগরিকদের দাবী ও ইচ্ছা পূরণের জন্য Governance সরকার, সুশীল-সমাজ ও বাজারের সাহায্য নেয়।[১]

Governance শব্দটি এই বিশেষ অর্থে সর্বপ্রথম ১৯৮৯ সালে বিশ্ব-ব্যাঙ্কের একটি প্রতিবেদনে ব্যবহৃত হয়। আফ্রিকা মহাদেশের সাহারা-সংলগ্ন অঞ্চলের সামগ্রিক অনগ্রসরতাকে বোঝাতে সেখানকার 'Bad Governance-কে' দায়ী করা হয়। এখানে কেবলমাত্র সরকারের ব্যর্থতাকেই চিহ্নিত করা হয় না।

Governance-এর ধারণা গড়ে ওঠার ফলে অনেকেই মনে করেন যে সনাতনী জনপ্রশাসনের আলোচনায় বহুবিধ পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। এ বিষয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা দরকার। গ্যারি স্টোকার (Garry Stoker)[২] এই প্রসঙ্গে পাঁচটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন।

(১) Governance বহুবিধ প্রতিষ্ঠান ও নায়কের কথা আলোচনা করে যার কিছু সরকারী হলেও অনেক কিছুই সরকার-বহির্ভূত;

(২) সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে Governance কাজের সীমারেখা ও দায়িত্বের বিভাজনকে উপেক্ষা করে;

(৩) যৌথ কাজে জড়িত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতার সম্পর্কটিকে Governance চিহ্নিত করে;

(৪) স্বাধিকারপ্রাপ্ত স্বায়ত্ব-শাসনের ব্যবস্থা সম্পর্কে Governance আলোচনা করে;

(৫) কেবলমাত্র সরকারী নির্দেশ ও ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করেই সব কাজ সম্পাদিত করা সম্ভব নয়—governance এই বিষয়টির ওপর জোর দেয়।

Governance-এর আলোচনায় চারটি[৩] প্রধান উপাদান আছে : দায়বদ্ধতা (accountability), স্বচ্ছতা (transparency), নিশ্চয়তা (certainty) এবং

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

অংশগ্রহণ (participation)। সরকারী কাজকর্ম সম্পর্কে নাগরিকদের তথ্য জানার অধিকার সুরক্ষিত করে দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা। নিশ্চয়তা বলতে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা ও বিচার ব্যবস্থাকে বোঝায়। অংশগ্রহণ হল একটি প্রক্রিয়া যার মধ্যে দিয়ে জনগণ জনসম্পদের ব্যবহার ও সরকারী কাজকর্মের ওপর নজর রাখতে পারে।

কী কী উপায়ে Good Governance সম্ভব তার কোনো নির্দিষ্ট তালিকা নেই। অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে একটি রাষ্ট্র শেখে যে কী কী কাজ করলে এবং কী কী ত্রুটি দূর করলে Good Governance সম্ভব।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের অন্তর্গত United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific বিভাগটি good governance-এর ক্ষেত্রে আটটি উপাদানের কথা বলেছে। এগুলো হল : অংশগ্রহণ (participation), ঐকমত্য (consensus), আইনের শাসন (rule of laws), দায়বদ্ধতা (accountability), স্বচ্ছতা (transparency), উত্তরদায়কতা (responsiveness), কার্যকারিতা এবং দক্ষতা (effectiveness and efficiency), সমদর্শিতা ও পরিবেষ্টনতা (equity and inclusiveness)।

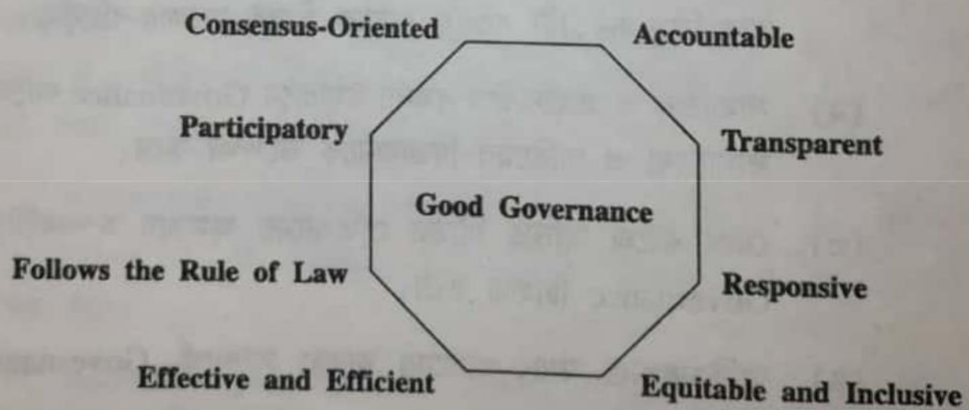

অংশগ্রহণ (Participation) : Good Governance-এর প্রধান স্তম্ভ হল জনগণের অংশগ্রহণ। এই অংশগ্রহণ সংগঠিত হওয়া উচিত এবং একই সঙ্গে সঠিক তথ্যের আদান-প্রদান থাকা দরকার যা অংশগ্রহণকে জনগণের তরফ থেকে সক্রিয় করে তুলবে। বাক-স্বাধীনতা ও সংগঠন গড়ার স্বাধীনতা থাকা একদিকে যেমন প্রয়োজন অপরদিকে সংগঠিত সুশীল-সমাজ থাকাও দরকার।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

আইনের শাসন (Rule of Law) : নিরপেক্ষভাবে প্রয়োগ করা যায় এমন একটি আইনি ব্যবস্থা Good Governance-এর প্রয়োজন। এই কাজের জন্য প্রয়োজন একটি স্বাধীন বিচারব্যবস্থা এবং নিরপেক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত পুলিশ-বাহিনী। এছাড়া মানবাধিকার ও সংখ্যালঘু শ্রেণীর অধিকার সুরক্ষা good governance-এর জন্য প্রয়োজন।

স্বচ্ছতা (Transparency) : যে পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এবং তার রূপায়ণ ঘটবে তা আইন অনুসরণ করে হওয়া দরকার। স্বচ্ছতার জন্য সঠিক তথ্য যাতে সহজে পাওয়া যায় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

উত্তরদায়কতা (Responsive) : সমস্ত ব্যক্তিদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাতে প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়াগুলো নজর দিতে পারে সেদিকে good governance লক্ষ্য রাখে।

ঐকমত্য (Consensus) : সমাজের বিভিন্ন ধরনের স্বার্থ যাতে সকল শ্রেণীর কথা মাথায় রেখে একটি ঐকমত্যে পৌঁছোতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখা দরকার।

কার্যকারিতা ও দক্ষতা (Effectiveness and Efficiency) : Good Governance-এর অর্থ হল যে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সামাজিক প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠান সকলের প্রয়োজন মেটাতে সচেষ্ট থাকবে।

সমদর্শিতা ও পরিবেষ্টন (Equity and Inclusiveness) : সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য জনগণের মধ্যে এমন একটা বিশ্বাস জাগ্রত করা দরকার যাতে কেউই নিজেকে সমাজের মূলস্রোতের থেকে বিচ্ছিন্ন না মনে করে।

দায়বদ্ধতা (Accountability) : Good Governance-এর অন্যতম মূল উপাদান হল দায়বদ্ধতা। সরকারী প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও সুশীল-সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কাজকর্মের জন্য জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে। দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের শাসন ও স্বচ্ছতার প্রয়োজন।

পরিশেষে বলা যায় যে Good Governance একটি আদর্শ, চিন্তা ও ধারণাকে বোঝায়। সম্পূর্ণভাবে Good Governance-এ পৌঁছোনো বাস্তবে কোনো রাষ্ট্রের পক্ষেই হয়তো সম্ভব নয়। তবে মানব উন্নয়নের জন্য এই আদর্শকে সামনে রেখে কাজ করে যাওয়া প্রয়োজন।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner